কালের কণ্ঠ

তারিখ · 30 MAR 2018 ……
পৃষ্ঠা …১… কলাম …2……

চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজ

# পরীক্ষার আগে ৫০০০ টাকা করে 'উন্নয়ন ফি' আদায়

## আন্দোলনের মুখে স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

এইচএসসি পরীক্ষার আগ মুহূর্তে এবারও চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজে ৯৭৩ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে 'উন্নয়ন ফি' বাবদ পাঁচ হাজার টাকা না দিলে প্রবেশপত্র দেওয়া হচ্ছিল না পরীক্ষার্থীদের। এ নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দেয়। বর্ধিত ফির বিরুদ্ধে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই বেসরকারি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগ। বিকেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ফি আদায় কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়। আদায় করা অতিরিক্ত উন্নয়ন ফি আগামীকাল শনিবার শিক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ মুচলেকা দিয়েছে।

আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উন্নয়ন খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত ফি আদায়সহ নানা অভিযোগ পাওয়ার পর আজ (বৃহস্পতিবার) দুপুরে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজে যাই। সরকার ও শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করে এই কলেজটি এবারও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশপত্র দেওয়ার আগে গড়ে পাঁচ হাজার টাকা করে নিচ্ছে। অথচ এক টাকাও নেওয়ার নিয়ম নেই। ওই কলেজে গত দুই বছর পড়লেও ৮৯ জন শিক্ষার্থী প্রবেশপত্র নেওয়ার পর জানতে পেরেছে, তাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে অন্য কলেজে (সিটি বিজ্ঞান কলেজ)। এটা বড় ধরনের প্রতারণা।'

নুরুল আজিম রনি আরো বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে বৃহস্পতিবার সেখানে গেলে একপর্যায়ে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজ কর্তৃপক্ষ মুচলেকা দিয়েছে, ইতিমধ্যে অতিরিক্ত উন্নয়ন ফি বাবদ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে গড়ে যে পাঁচ হাজার টাকা করে নিয়েছে তা ফেরত দেবে। এবার ৮৯ জনকে প্রতারণা করেছে কলেজটি। বিভিন্ন প্রতারণার অভিযোগে আমরা কলেজের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেছি।'

জিয়াউল ইসলাম নামের এক পরীক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি ভর্তি হয়েছি চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজে। বুধবার পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের পর জানতে পারি, আমার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে সিটি বিজ্ঞান কলেজ নামে আরেকটি কলেজ থেকে। আমি ওই কলেজ চিনি না। আমার মতো আরো অনেকে প্রতারিত

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

# পরীক্ষার আগে ৫০০০ টাকা করে 'উন্নয়ন ফি' আদায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে এখানে ভর্তি হয়ে। প্রবেশপত্র নেওয়ার সময় আমাকেও পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়েছে।'

একই কলেজের পরীক্ষার্থী কে এম এহছানুল হক বলেন, 'উন্নয়ন ফি পাঁচ হাজার টাকা না দিলে প্রবেশপত্র দিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে বুধবার টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র নিয়েছি। আজকে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে পাঁচ হাজার টাকা শনিবার ফেরত দিবে। আমার মতো আরো অনেকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিয়েছে কলেজ।'

পরীক্ষার্থী উম্মে ফাতেমা বলেন, 'আমাদের ল্যাব নেই কিন্তু ল্যাব ফি আছে। উন্নয়ন নেই কিন্তু উন্নয়ন ফি আছে। এখন আবার বলছে প্রবেশপত্রের জন্য আলাদা টাকা দিতে হবে। না দিলে প্রবেশপত্র ছিড়ে ফেলে দিবে। তিন দিন বাদে পরীক্ষা। এখন পড়ব নাকি এসব নিয়ে চিন্তা করব।'

মরিয়ম বেগমের মেয়ে বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রী। তিনি বলেন, 'আমি যখন মেয়েকে ভর্তি করাই তখন আমার সঙ্গে চুক্তি হয়, দুই বছরে ৬০ হাজার টাকা দিতে হবে। এখন আমি ৫৮ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে আরো ২৪ হাজার টাকা বকেয়া আছে। টাকা দিতে পারছি না বলে আটকিয়ে রাখছে আমার মেয়ের প্রবেশপত্র। আজকে বিজ্ঞান কলেজে গেলে সেখানে বলা হয় দেব পাহাড়ের সিটি বিজ্ঞান কলেজে যেতে। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পেলাম না। শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে এলে বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষকরা পালিয়ে যায়।'

বিভিন্ন অভিযোগ বিষয়ে জানতে গতকাল দুপুর থেকে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজের তিনটি মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করে সব কটিই বন্ধ পাওয়া যায়। পরে কলেজের অধ্যক্ষ জাহেদ খানের মোবাইল ফোন নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়।

নগরীর চকবাজার এলাকায় বিপণিবিতান মতি টাওয়ারের পঞ্চম তলায় চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজের ক্যাম্পাস। ওই কলেজে শিক্ষার্থীদের মাসিক ফি দিতে হয়েছে এক হাজার ৮০০ টাকা করে। এ ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গত দুই বছরে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে ১০ হাজার টাকাসহ বিভিন্ন খাতে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা আদায় করার অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরও কলেজটির বিরুদ্ধে ২৬১ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময়ও আন্দোলনের মুখে একপর্যায়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গড়ে ৩৩ হাজার ২০০ টাকা করে ফেরত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। তবে মুচলেকা অনুযায়ী সবাইকে সমানভাবে টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ওই সময় অভিযোগ উঠেছিল, সরকার ও শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজে এইচএসসি ২০১৫-১৬ সেশনে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে নগরের সিটি বিজ্ঞান কলেজ, সিটি পাবলিক কলেজ, সিটি কমার্স কলেজের নামে শিক্ষার্থীদের অজান্তেই রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল।